সংবাদ

তারিখ ... 02 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

প্রাথমিক শিক্ষায় অনাকাঙ্ক্ষিত কাণ্ড

অধ্যক্ষ গোলসান আরা বেগম

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের হাতিয়ার। প্রাথমিক শিক্ষা হলো সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত। এই শিক্ষার ওপর নির্ভর করে পরবর্তী শিক্ষার সফলতা। বিশ্বে যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত। শিক্ষাই পারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে। মানব সম্পদ ও দেশীয় সম্পদকে উন্নয়নের চালিকাশক্তিতে রূপান্তর করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষার বিকল্প নেই। এ কারণেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরপরই ১৯৭৩ সালে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল। নবম সরকার পুনরায় দ্বিতীয় বারের মতো এই শিক্ষাকে জাতীয়করণসহ একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি উপহার দেয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় আসে অভূতপূর্ব সফলতা। জাতীয় উন্নয়নকে করে অগ্রগামী। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি রোল মডেল হিসেবে প্রশংসার জায়গা দখল করে নেয়।

তবে অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও সত্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সফলতাকে ম্লান করে দেয় কতিপয় অনাকাঙ্ক্ষিত কাণ্ড। থমকে দেয় হৃদয়ের অলিগলি। বিবেক বোধ অবশ হয়ে যায়। শিক্ষকের বেত্রাঘাতে ১৫ শিক্ষার্থী আহত (দৈনিক প্রথম আলো, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬) শিরোনামটি সত্যিই আমাদের চেতনাকে আহত করে। শিক্ষক পিটিয়েছেন এবং অবলীলায় বলেছেন– শিক্ষার্থীরা যেন পড়াশোনায় মনোযোগ দেয়, এ কারণে তাদের মেরেছি। আমার প্রশ্ন হলো– পড়া না পারার কারণে তিনি কি বেধড়ক বেত্রাঘাত করতে পারেন? এরা শিক্ষক নামক কলঙ্ক। এদের অমানবিক আচরণে প্রাথমিক শিক্ষা কাম্য সফলতা অর্জন করতে পারছে না। একই দিনের আরও একটি শিরোনাম– ক্লাস নিচ্ছে প্যারা শিক্ষক ও নৈশপ্রহরী। তথ্যটি তুলে ধরেন বগুড়া থেকে মোশতাক আহমেদ ও আনোয়ার পারভেজ। শিরোনামটি পড়ে জানা যায়, বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারজনের স্থলে তিনজন শিক্ষক কর্মরত থাকার কথা। কিন্তু দুর্গম চর এলাকা বলে দু'জন চলে যান ট্রেনিংয়ে। একজন শিক্ষকে পোলভুক্ত প্যানেল থেকে নিয়োগ দিলে, সেও আসতে চায় না। ২১৭ জন শিক্ষার্থীকে একজন শিক্ষক সামলাবেন কিভাবে। তাই দেড় হাজার টাকার বিনিময়ে অষ্টম শ্রেণী যোগ্যতাসম্পন্ন একজন প্যারা শিক্ষক দিয়ে শ্রেণী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এখানেই শেষ নয়, দপ্তরি কাম পিয়ন পদে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মচারীও নিয়মিত ক্লাস নেন। ওই চর অঞ্চলে শিক্ষক হওয়ার মতো কাম্য যোগ্যতাসম্পন্ন লোক নেই। একটি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে সেখানে শিক্ষার্থীরা বারান্দায় বা গাছের নিচে পড়াশোনা করে। এলাকার জনগণের দাবি যোগ্যতা শিথিল করে যদি সংশ্লিষ্ট এলাকার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যায় তাহলে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

উপস্থাপিত ঘটনাটি সত্য বা মিথ্যা যাই হোক না কেন, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই সুখকর নয়। প্যারা শিক্ষক ও দপ্তরি– শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করবেন, তা তো হতে পারে না। এই চর অঞ্চলের মানুষ আমাদের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর একটা অংশ। তাদের প্রতিদিনের হাসি-কান্না জাতীয় উন্নয়নের মানদণ্ডকে প্রভাবিত করে। তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে রাজ্য ব্যয়। তাহলে সমস্যাটা কোথায়। এমনতর ঘটনা যদি বাংলাদেশের অন্যান্য দুর্গম এলাকায়ও ঘটে থাকে। তা হবে উদ্বেগজনক ও অস্বস্তিকর। এখনই এ সব সমস্যা সমাধানের পদপেক্ষ নেয়া উচিত।

আরো একটি শিরোনাম– ক্লাস না করিয়ে শিক্ষক সরকারি বেতন-ভাতা উত্তোলন করেন। নরসিংদী জেলার মনোহরদীর একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাসের শেষের দিকে দুই এক দিনের জন্য বিদ্যালয়ে হাজির হন। কিন্তু ক্লাস নেন না। ২০১৩ সালে নিয়োগপ্রাপ্ত এই শিক্ষক হাজিরা খাতায় পুরো মাসের সাইন করেন এবং সরকারি বেতন-ভাতা গ্রহণ করেন। এই ধরনের কাণ্ডকে আমরা কি বলবো? প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা, প্রতিটি বিদ্যালয়ে দপ্তরি নিয়োগ দেয়া, মোবাইল ল্যাবরেটরি তৈরি করে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা, প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রসারিত করা, ৯৯ শতাংশ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা, হাওর অঞ্চলে শিক্ষা তরীর প্রচলন, ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার ল্যাবের ব্যবস্থা, শিক্ষার সব স্তরে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ, রূপকল্প-২০২১ গ্রহণ, শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বর্তমান শিক্ষাকে সম্মুখে এগিয়েছে বহুদূর।

তার পরও এই স্তরে রয়েছে নানাবিধ অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা। বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকায় বিভিন্ন মেধার, মননের, রুচিবোধের মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে। দুর্গম অঞ্চলে শিক্ষক সংকট, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামোগত সমস্যা, দরিদ্র ও অশিক্ষিত অভিভাবকের অসচেতনতা, অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর না থাকা, কোকারিকুলাম কার্যাবলির চর্চা না করা, শিক্ষা সফর, বার্ষিক বনভোজন, নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা না হওয়া, জাতীয় দিবসগুলো যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে পালন না করা, এসএমসির সদস্যদের উদাসীনতা ইত্যাদি বহুবিধ সমস্যার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা মাথা উঁচু করে পথ চলতে কষ্ট করছে।

শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা তিন বার এই শব্দটি উচ্চারণ করে বলতে চাই– শিক্ষাই পারে সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্ত অন্ধকার দূর করতে। সোনার দেশ গড়ার জন্য সোনার মানুষ তৈরি করতে। প্রাথমিক শিক্ষায় সফলতা আনতে হলে যা যা করা দরকার তা হলো-শিশুবান্ধব পরিবেশ উপহার দিতে হবে। শিক্ষা বোঝা নয় আনন্দদায়ক এই ধরনের পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। পাঠ্যসূচি ও কারিকুলামে রসবোধের সঞ্চায়ন ঘটাতে হবে। প্রতিটি শিশুর অন্তরে বিদ্যালয়ে আসার ও পাঠ গ্রহণ করার মতো মনোজগৎ তৈরি করতে হবে। শিক্ষকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রতিটি শিশুকে সন্তানতুল্য মনে করতে হবে। নির্ধারিত বইয়ের বাইরে অতিরিক্ত বই চাপিয়ে দেয়া উচিত হবে না। সাংস্কৃতিক চর্চা বাড়াতে হবে যেন শিশুর সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটে। মননে ও মজ্জায় সততা, ন্যায়বোধ, আদর্শবাদিতা জাগ্রত করার মত শিক্ষা ও পরিবেশ দিতে হবে। বিদ্যালয় ও শিক্ষার সঙ্গে স্থানীয় সামাজিক সংগঠনগুলোর সম্পৃক্ততা বজায় রাখা দরকার। ব্যক্তি উন্নয়নের জন্য পড়াশোনার বিকল্প নেই– এই সত্যটি অভিভাবকের উপলব্ধিতে গেঁথে দিতে হবে। দুর্গম এলাকায় কর্মরত শিক্ষকদের জন্য স্পেশাল এলাউন্সের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ঘন ঘন মা সমাবেশ করতে হবে। শিক্ষার উন্নয়নে গৃহীত সব পরিকল্পনাই সফলতার মুখ দেখবে যদি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সবার মাঝে দৃঢ় দায়িত্ব বোধ ও আন্তরিকতা থাকে। আমরা পারি, পারব সকল অসাধ্য সাধন করতে এ উপলব্ধিও থাকতে হবে।

জনসংখ্যার বিস্ফোরণে দেশটি প্রায় অসহায় অবস্থানে পৌঁছে যাচ্ছে। এহেন অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হলে জনসম্পদকে ত্যাগী, দক্ষ, কর্মঠ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। বাংলাদেশকে স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে হলে সোনার মানুষ দরকার। শত প্রতিকূলতা প্রতিহত করে শিক্ষাই পারবে সোনার মানুষ উপহার দিতে। এরাই শিক্ষার স্বপ্ন পূরণ করবে।

পরিশেষে বলব, প্রকৃত সত্য হলো– শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনায় যাই থাকুক না কেন শিক্ষা নিয়ে আমাদের সবাইকে ভাবতে হবে, কাজ করতে হবে। বিশ্ব বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথের উক্তি দিয়ে শেষ করছি– আমরা আড়ম্বর করি, কাজ করি না। এ যেন না হয় শিক্ষার বেলায়। অনাকাঙ্ক্ষিত লঙ্কাকাণ্ড যেন না ঘটাই। শুধু শিক্ষার উন্নয়ন নয়, সকল স্তরের সুনাম আমাদেরকেই অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

[**লেখক** : পিএইচডি গবেষক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়]